বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ-০২

প্রবাল চক্রবর্তী

জসীম উদ্দীন জসীম উদ্‌দীন জসীম উদ্দিন

জসীম উদ্‌দীন

জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩ - ১৯৭৬)

ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে (পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রামে)

১৯৭৬ সালের ১৩ মার্চ (কবির শেষ ইচ্ছানুযায়ী ফরিদপুরের অম্বিকাপুর গ্রামে তাঁর দাদির কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।

মোহাম্মাদ জসীম উদ্‌দীন মোল্লা তার পূর্ণ নাম

ছদ্মনাম: তুজম্বর আলী

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন

প্রথম প্রকাশিত

জসীম উদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম: মিলন গান (১৯২১, মোসলেম ভারত)

জসীম উদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: ‘রাখালী’ (‘কল্লোল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে)

‘কবর’ কবিতাটি ‘রাখালী’ কাব্যের অন্তর্গত ।

স্মৃতিকথামূলক রচনা

‘যাদের দেখেছি’ ও ‘ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়’ জসীম উদ্‌দীনের স্মৃতিকথামূলক রচনা

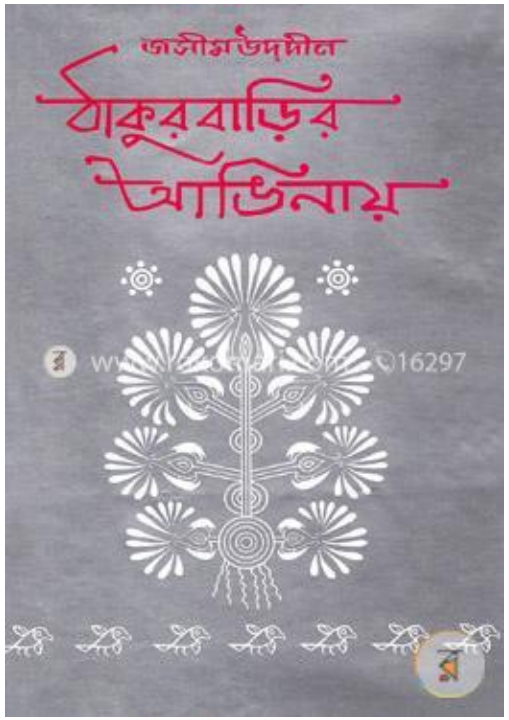

উপন্যাস

বোবা কাহিনী (১৯৬৪)

চরিত্র: নায়ক আজহার, বছির, রহিমদ্দী, গরীবুল্লা প্রভৃতি।

ভূমিহীন কৃষকদের সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা, মহাজনের শোষণ, সমাজের ভণ্ড ধার্মিক, প্রভৃতি এ রচনার আলোচ্য বিষয় ।

বোবা কাহিনী

বাংলাদেশের **ফরিদপুর অঞ্চলের** একটি বিশেষ এলাকার জীবনচিত্র এ উপন্যাসের উপজীব্য। ভূমিহীন কৃষকদের সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা, মহাজনের শোষণ, সমাজের ভণ্ড ধার্মিক, প্রভৃতি এ রচনার আলোচ্য বিষয়।

চরিত্র: নায়ক আজাহের, বছির, রহিমদ্দী, গরীবুল্লা প্রভৃতি।

আজাহের অনাথ, **সহায়সম্বলহীন এক যুবক**, মা-বাবার কথা যার মনেও নেই। । বাল্যকাল থেকেই **লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা** তার নিত্যসঙ্গী। গ্রামের মাতব্বর দয়া করে থাকার জায়গা দেন, বিয়েও করিয়ে দেন। নতুন বউ নিয়ে সংসার শুরু করে আজাহের। কিছুদিনের মধ্যেই পরিশ্রমী আজাহের তার শ্রমের দ্বারা বেশ কয়েক বিঘা জমি, হালের গরু, গোলায় ধান তুলে ফেলে। এরই মধ্যে আজাহের এর দুটি ছেলেমেয়ে হয় **বছির ও বাড়ু**। আজাহের এর যেনো স্বপ্নের দিন কাটছিলো। এক **সুদখোর মহাজনের** চক্করে পরে স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি খুইয়ে একেবারে পথে এসে দাঁড়ায় আজাহের।

স্ত্রী পুত্র, কন্যা নিয়ে আবার জীবন যুদ্ধ শুরু করতে পারি জমায় গহীন অরন্য ঘেরা অপরিচিত এক গ্রামে, যেখানে **ম্যালেরিয়া, কলেরা** সহ নানান ব্যাধি লেগেই থাকে। এই গ্রামে আজাহের কে গ্রামবাসী স্বাদরে গ্রহন করে এবং গ্রামবাসীরা মিলে আজাহেরকে ঘর তুলে দেয় চাষবাস এর জমি দেয় আপন করে নেয় তাদের মতন করে। এবারেও আজাহের এর কপালে সুখ সইলোনা, **কলেরা** হয়ে **চিকিৎসার অভাবে তার মেয়ে মারা যায়**। বিভিন্ন প্রতিকূলতায় তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না। নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়ে সে স্বপ্ন দেখে **তার পুত্র বছিরকে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ করার।**

বোনের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাই বছির প্রতিজ্ঞা করে **ডাক্তার হবার।** বছিরের স্বপ্ন তার নিজের পরিবারের এবং নিরক্ষর গ্রামের মানুষের দুর্গতি-মুক্তির। দরিদ্র গ্রাম্যচাষী **আজাহের ও তার পুত্র বছির,** এই **দুই প্রজন্মের জীবন সংগ্রামের সফলতা ও বিফলতার কাহিনী** নিয়ে এই উপন্যাস।

P2A

গল্পগ্রন্থ

বাঙালির হাসির গল্প (২ খণ্ড)

UNESCO এর উদ্যোগে Folk Tales of Bangladesh

নামে অনূদিত হয়।

নাটক

পদ্মাপার (১৯৫০)

বেদের মেয়ে (১৯৫১)

মধুমালা (১৯৫১)

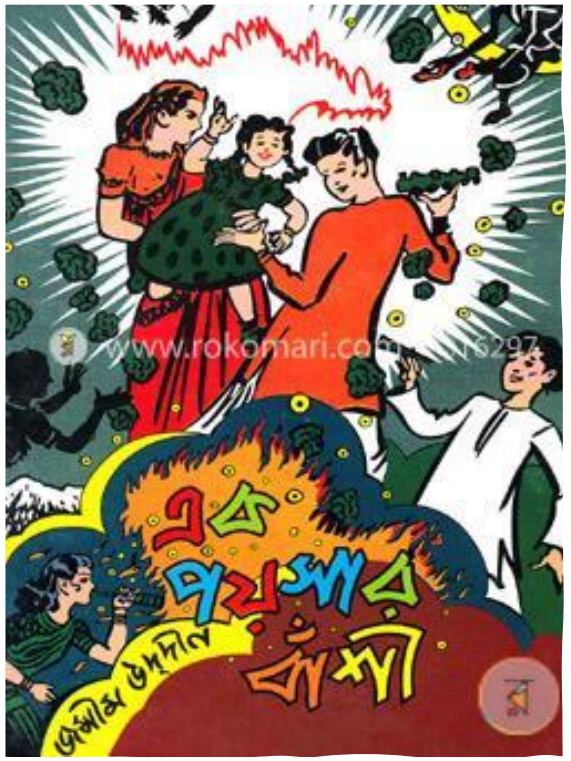

শিশুতোষ গ্রন্থ

জসীম উদ্দীনের অন্যান্য শিশুতোষমূলক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে – হাসু (১৯৩৮), ডালিম কুমার (১৯৫১), এক পয়সার বাঁশি

গানের সংকলন

‘রঙ্গীলা নায়ের মাঝি’

‘মুর্শিদী গান’

‘জারিগান’ (সংকলনটিতে ২৩ টি পালা রয়েছে)

কাব্য

সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), হাসু (১৯৩৮), রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫), রূপবতি (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫১), এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৩), সকিনা (১৯৫৯), সুচয়নী (১৯৬১), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩), কাফনের মিছিল (১৯৮৮) প্রভৃতি ।

কাব্যগ্রন্থ

শ্রেষ্ঠ রচনা: নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯)

(কাব্যোপন্যাস)

চরিত্র: রূপাই ও সাজু

‘নকশী কাঁথার মাঠ’ কাহিনি কাব্যের ভূমিকা ও প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছিলেন রবীন্দ্র ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

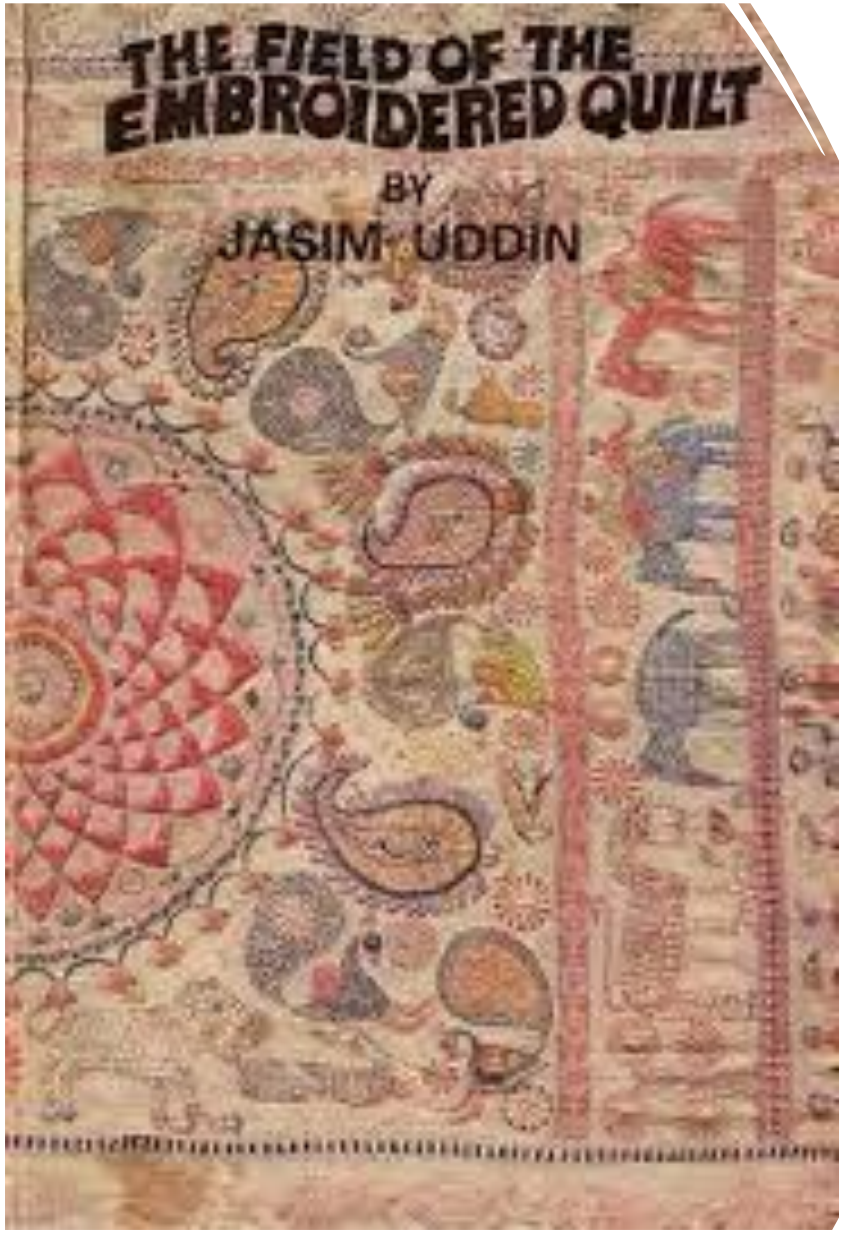

কাব্যগ্রন্থ

- ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ কাব্যটি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর বন্ধু আব্দুল কাদিরকে ।
- ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ কাব্যটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন E. M Milford
- ‘The Field of the Embroidered Quilt’ নামে ১৯২৯ সালে ।

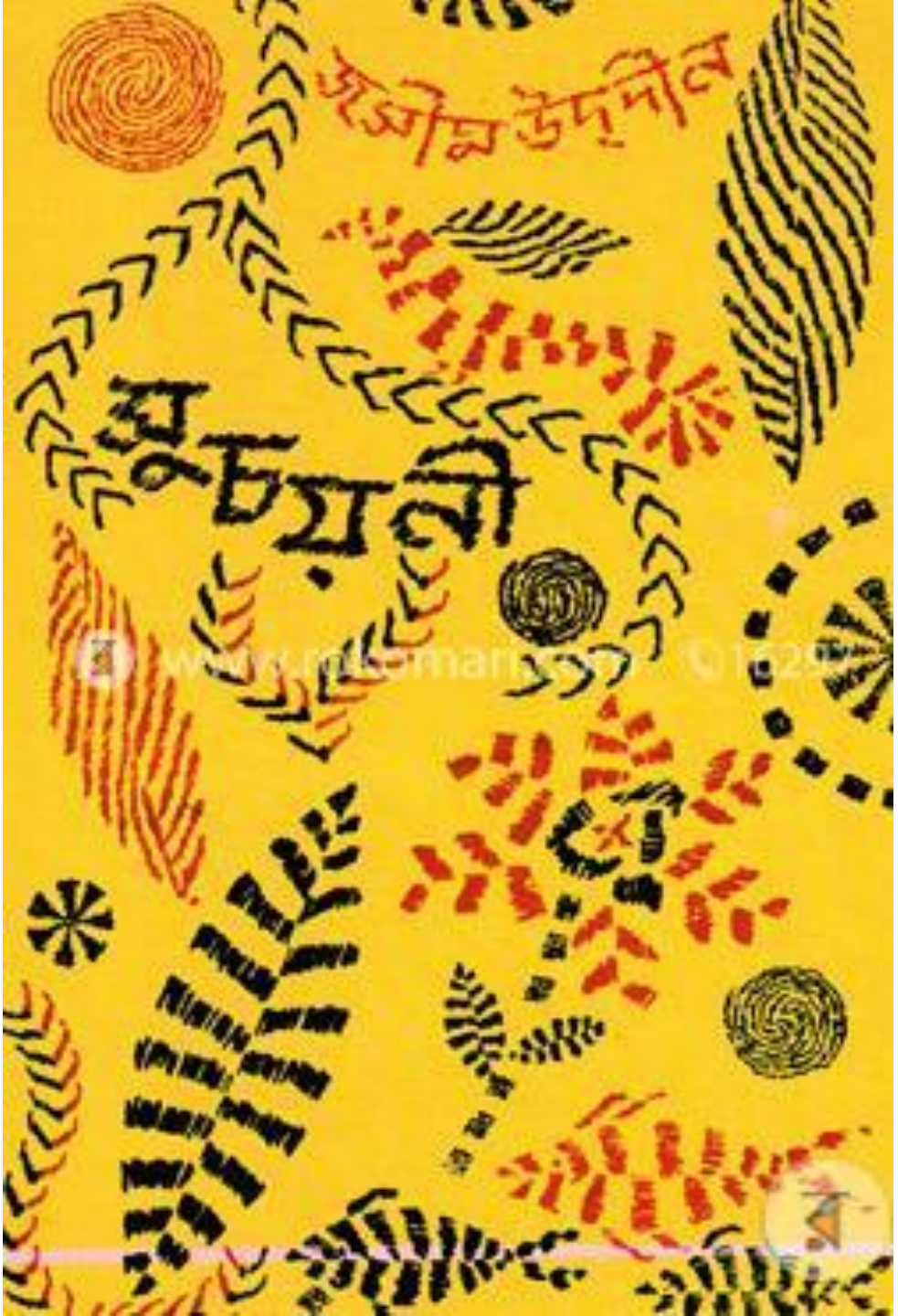

সুচয়নী

শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন গ্রন্থ ।

কাব্য

সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪)

চরিত্র: সোজন ও দুলী

সোজন বাদিয়ার ঘাট

- "সোজন বাদিয়ার ঘাট" কাব্যেপন্যাসের প্লট নির্মিত হয়েছে মুসলমান চাষীর ছেলে সোজন আর হিন্দু নমুর **মেয়ে দুলীর অপূর্ব প্রেমের** কাহিনীকে ঘিরে;তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিগত সামন্ত যুগের জমিদারি প্রথার নিষ্ঠুরতার আলেখ্য। শিমুলতলীর গ্রাম। হিন্দু-মুসলমানের মিলেমিশে বসবাস। গ্রামের হিন্দু বালিকা দুলীর সাথে মুসলমানের ছেলে সোজনের আবল্য বন্ধুত্ব। বন্ধু থেকে আস্তে আস্তে প্রেমে পরিণত হয়। হঠাৎ গ্রামে মহরমের উৎসবকে কেন্দ্র করে জ্বলে ওঠে হিন্দু মুসলমান সংঘাত। সংখ্যালঘু হবার কারণে প্রাণ নাশের ভয়ে গ্রাম ছাড়ে মুসলমানেরা। ধীরে ধীরে শিমুলতলী মুসলিম শূন্য হয়। এদিকে নিজেদের আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণে অনুতপ্ত হয় হিন্দুরা। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মুসলমানেরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে বহুদূর। চলে গেছে দুলীর সোজনও। যার বিরহে দুলীর সব কিছু শূন্য হযে যায়। সোজনকে ছাড়া দুলী অম্পূর্ণ। দুলীর বাবা অন্য ছেলের সাথে দুলীর বিয়ে ঠিক করে। দুলীর বিয়ের দিন হঠাৎ করেই সোজনের সাথে দেখা হয়। সোজন জানে দুলিকে নিয়ে ঘর বাঁধার বহু বিপদ। মনের সকল দ্বিধা হার মানে দুলীর ভালোবাসার কাছে, দুলীর কাকুতি মিনতির কাছে হার মানে। দুলী বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে সোজনের সাথে ঘর বাঁধে গড়াই নদীর তীরে। । সেখানে গিয়ে ভালোবাসার ঘর বাঁধে একটু সুখের আশায়। কিছুদিন সুখের সংসারও করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয না। দুলীর পরিবার অপহরণের মামলা করে সোজনের নামে। মামলার রায়ে সোজনের সাত বছরের জেল হয়। দুলীকে এনে দ্বিতীয় বিযে দেয় ধনাঢ্য কালাচাঁদের সাথে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজন যাযাবরের মত দুলীর খোঁজে বেদের নৌকায় দেশে দেশে ঘুরে। কাকতালীয় ভাবে আবারও সোজন দুলীকে খুঁজে পায়। দুলী তার সাথে রূঢ় আচরণ করে। কারণ দুলী তখন স্বামী (কালাচাঁদ)সোহাগী। ফলে সে জ্বালা মিটাতে বিষলরে বড়ি খেয়ে গভীর রাতে নদীর ঘাটে বাঁশীরসুর তোলে। দুলী বাঁশীর সুর শুনে পাগল হযে ছুটে আসে। একদিকে স্বামী কালাচাঁদের বিশ্বাসের মূল্য, অন্যদিকে সোজনের ভালোবাসার টান। দুই মূল্যবোধের টানাপোড়নে পড়ে যায় অভাগি। আর এই টানাপোড়নের শেষটা হয় বড্ড করুণ, বড্ড মর্মান্তিক। তাদের মিলন হয় মৃত্যুর পরপারে। বিষপান করে গড়াই নদীর ঘাটে মৃত্যু হয়েছিল দুলী-সোজনের। পরবর্তীকালে তার নাম অনুসারে সে ঘাটের নাম হয় গেল সোজন বেদের ঘাট। ঘাটটি প্রেমের তীর্থ হিসেবে পরিচিত। আমাদের লৌকিকজীবনের এক সুনিপুণ আলেখ্য নির্মিত হয়েছে "সোজন বাদিয়ার ঘাট" এ।

ভ্রমণ কাহিনি

শহরে বন্দরে

চলে মুসাফির

হলদে পরীর দেশে

যে দেশে মানুষ বড়

কবি জসীম উদ্‌দীন রচিত গানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

- আমার সোনার ময়না পাখি.....
- আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে.....
- আমায় এত রাতে কেন ডাক দিলি.....
- প্রাণো সখি রে ঐ শোন কদম্ব তলে.....
- আমার হার কালা করলাম রে.....
- নদীর কূল নাই কিনার নাই.....
- আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কই গেলা রে.....
- নিশিতে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা.....
- বাঁশরি আমার হারাই গিয়াছে.....
- আমার বন্ধু বিনোদিয়ারে, প্রাণ বিনোদিয়া..... প্রভৃতি
- জসীম উদ্‌দীন জীবদ্দশায় লোকসংগীত সংগ্রহ করেছিলেন – ১০,০০০ বেশি

P2A

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

ইসলামি রেঁনেসার কবি, মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি

সাত সাগরের মাঝি – প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য

সিরাজাম মুনীরা

হাতেমতায়ী (আদমজি পুরষ্কার) ১৯৬৬

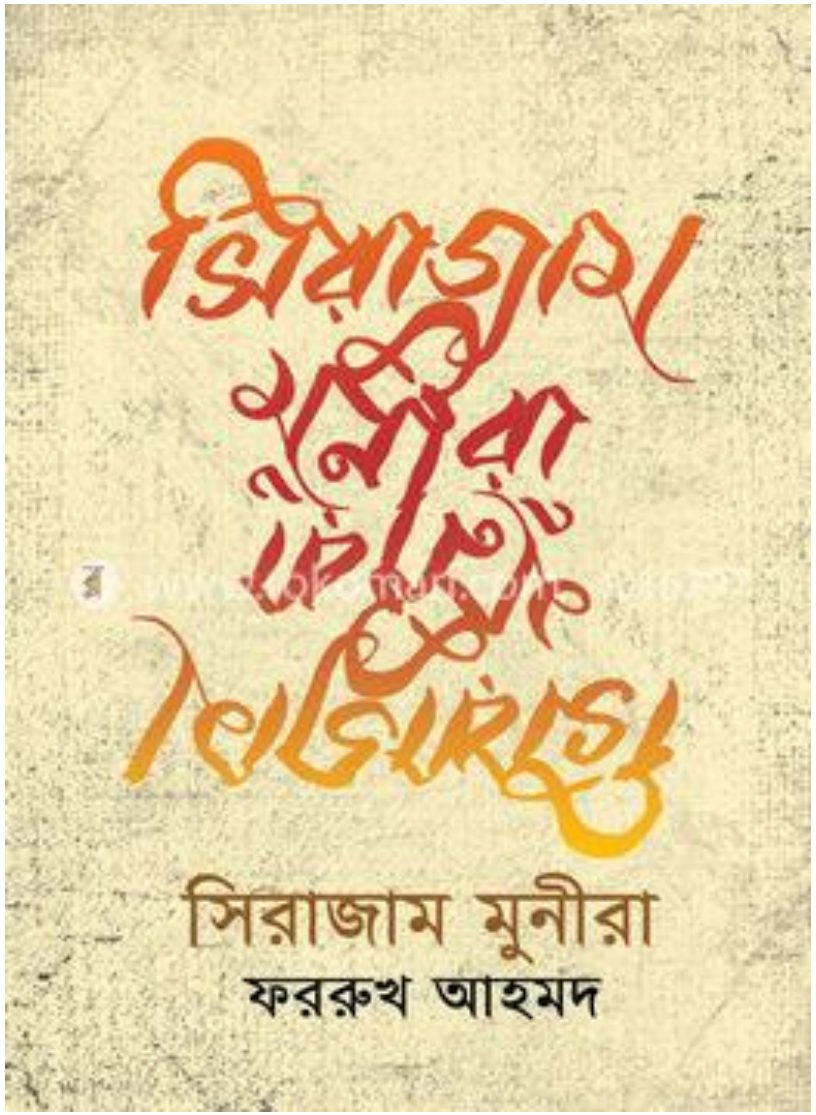

সনেট সংকলন

- মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩)

কাব্যনাট্য

নৌফেল ও হাতেম

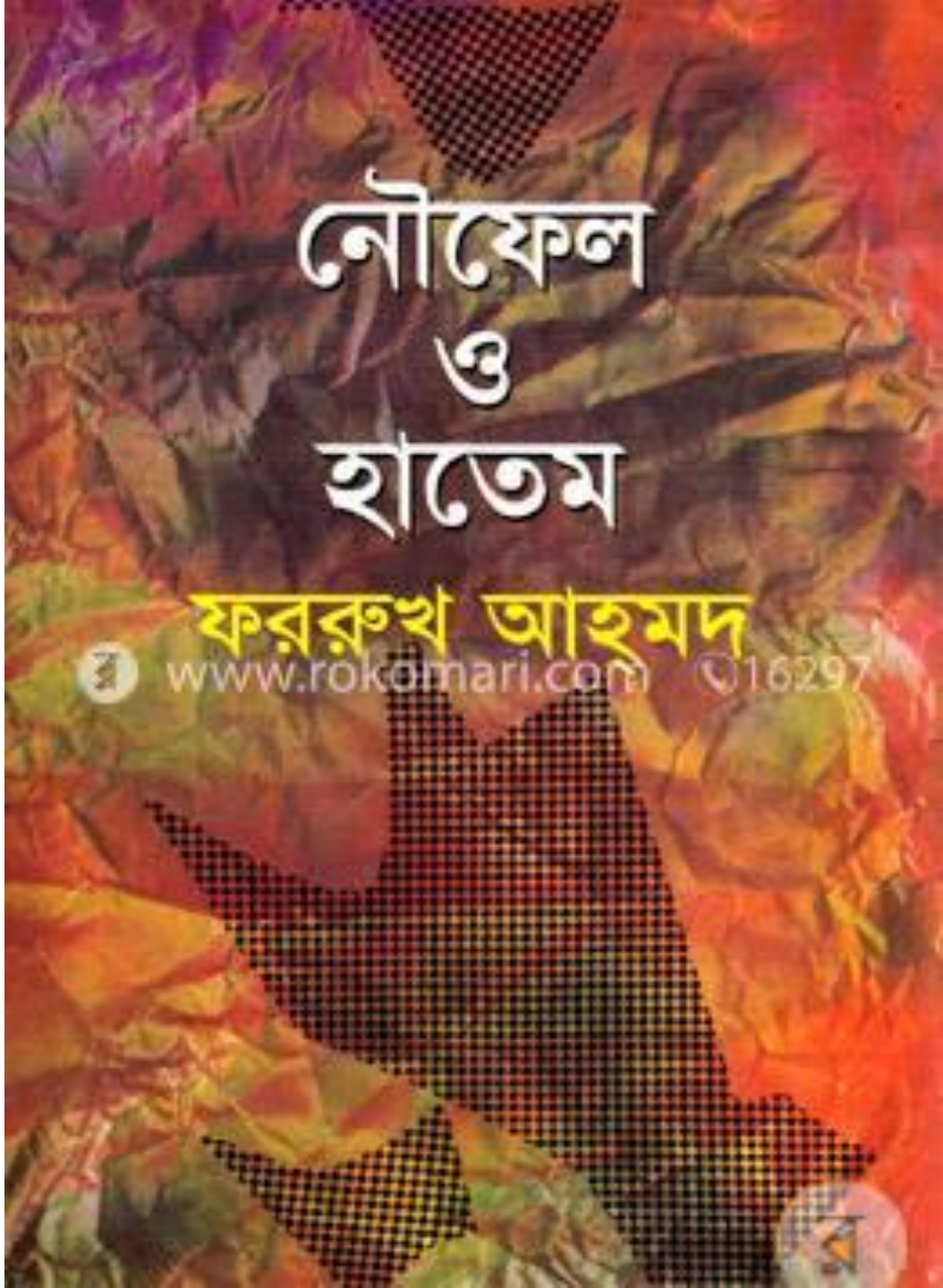

শিশুতোষগ্রন্থ

- পাখির বাসা (১৯৬৫) ইউনেস্কো পুরষ্কার।

হাসান আজিজুল হক

- জন্ম ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯

- মৃত্যু ১৫ নভেম্বর, ২০২১

পরিচয়

- বাংলা ছোটগল্পের বরপুত্র

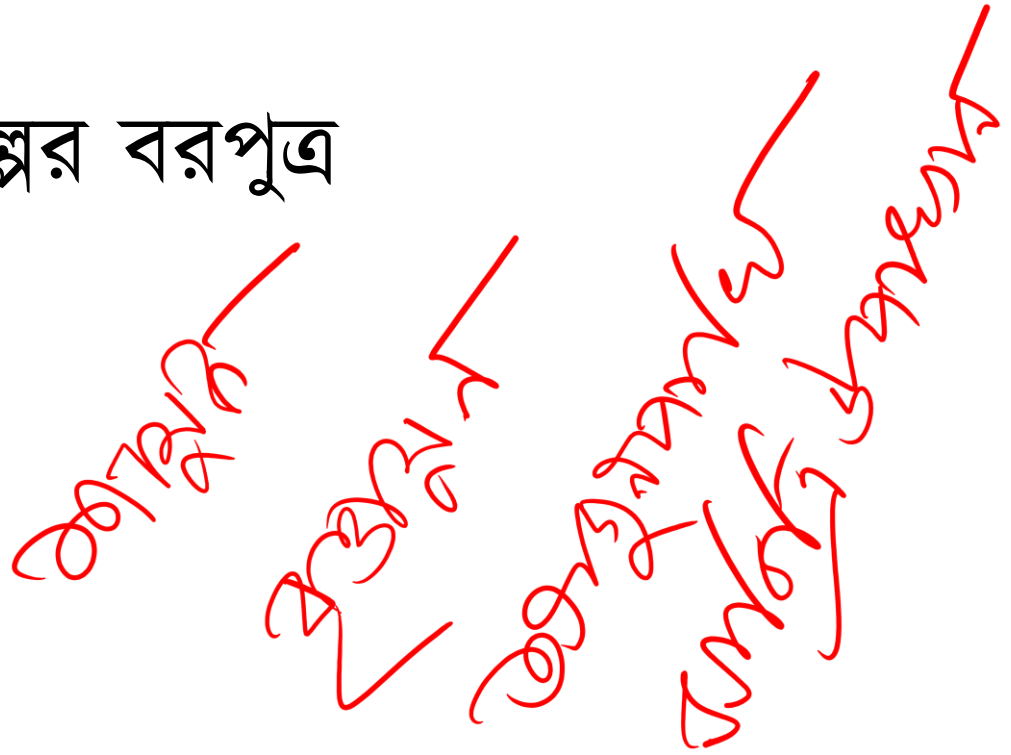

উপন্যাস

- বৃত্তায়ন
- আগুনপাখি
- সাবিত্রী উপাখ্যান
- শামুক (১ম লিখিত)

গল্পগ্রন্থ

- আত্মজা ও একটি করবী গাছ
- জীবন ঘষে আগুন
- নামহীন গোত্রহীন (মুক্তিযুদ্ধ)

নাটক

- চন্দর কোথায়

কিশোর উপন্যাস

- লাল ঘোড়া আমি

শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮)

উপন্যাস:

- পিঙ্গল আকাশ (১ম)
- যাত্রা (মুক্তিযুদ্ধ)
- প্রদোষে প্রাকৃতজন
- দক্ষিণায়নের দিন

ত্রয়ী উপন্যাস

- দক্ষিণায়নের দিন
- কুলায় কালস্রোত
- পূর্বরাত্রি পূর্বদিন

মহাকাব্যিক উপন্যাস : ওয়ারিশ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)

- ডাকনাম> মঞ্জু

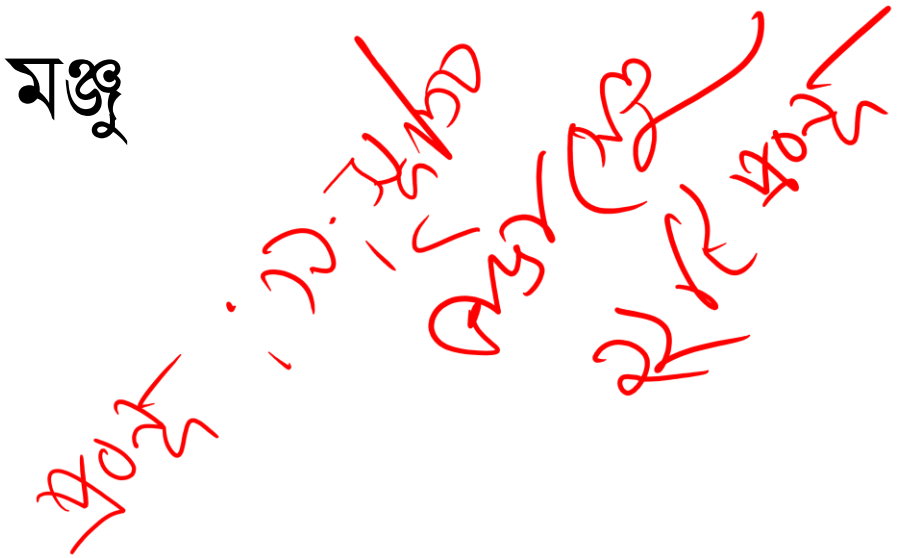

উপন্যাস

- চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭) প্রেক্ষাপট ১৯৬৯
- চরিত্র> ওসমান, আনোয়ার
- খোয়ববনামা

প্রবন্ধ

- সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু (১৯৯৮)
- ২২টি প্রবন্ধ

ছোটগল্পগ্রন্থ

- অন্য ঘর অন্য স্বর
- খোঁয়ারি
- দুধেভাতে উৎপাত
- দোজখের ওম

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

- সৃষ্ঠিশীল ও সব্যসাচী লেখক

কাব্যগ্রন্থ

- মানচিত্র
- লেলিহান পান্ডুলিপি

কবিতা

- স্মৃতিস্তম্ভ
- এপিটাফ
- কৃষকের গান

গল্পগ্রন্থ

- ধানকন্যা

- মৃগনাভি

নাটক

- নরকে লাল গোলাপ

- হিজল কাঠের নৌকা

উপন্যাস

- তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১ম উপন্যাস) এটি নিয়ে নির্মিত ছবি বসুন্ধরা।

- কর্ণফুলী (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস)

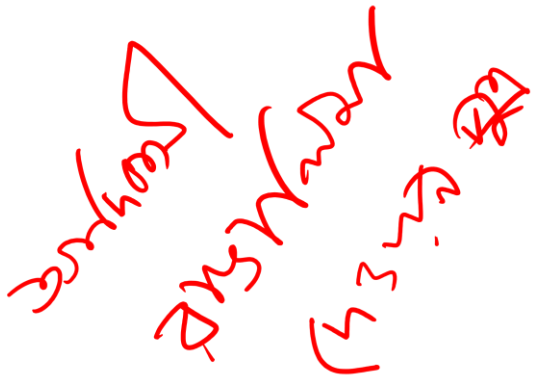

Thank You